চতুর্দশ অধ্যায়

বেসরকারি খাত উন্নয়ন

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মোট বিনিয়োগে বেসরকারি খাতের অবদান উল্লেখ্যযোগ্য। ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে সাময়িকভাবে প্রাক্কলিত স্থূল দেশজ উৎপাদে যেখানে মোট বিনিয়োগ শতকরা ২৪.৪৩ ভাগ; সেখানে বেসরকারি বিনিয়োগ শতকরা ১৮.৫৩ ভাগ প্রাক্কলন করা হয়েছে। বর্তমানে জাতীয় অর্থনীতিতে মোট বিনিয়োগের ৭৬ শতাংশ বেসরকারি খাত হতে আসছে যা সুস্পষ্টভাবে অর্থনীতিতে ব্যক্তিখাতের বলিষ্ঠ উপস্থিতির প্রমাণ রাখছে। সাম্প্রতিককালে বিশ্ব অর্থনীতির মন্দাভাব এবং বহির্বিশ্বের রাজনৈতিক অস্থিরতার নেতিবাচক অভিঘাত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পরিলক্ষিত হলেও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, অধিক উৎপাদন, রপ্তানি বৃদ্ধির কারণে জিডিপি'র উর্ধ্বমুখী প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। প্রবৃদ্ধির এ সফলতা অর্জনের ক্ষেত্রে বেসরকারিখাতের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।

বাজার অর্থনীতিতে বেসরকারিখাত উন্নয়নের চাকাকে সচল রাখে। এ কারণে বর্তমান সরকারের অভীষ্ট লক্ষ্য হ'ল সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বেসরকারিখাতের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি। এ উদ্দেশ্য পূরণের নিমিত্তে সরকার বেসরকারি খাতের বিকাশের লক্ষ্যে সংস্কার ও উদারীকরণ কর্মসূচি আরও যুগোপযোগী ও কার্যকর করে গড়ে তোলার প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। অর্থনীতির উৎপাদনশীল ও বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে সরকারের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ক্রমান্বয়ে সীমিত হয়ে আসছে। সরকার বেসরকারিকরণ কার্যক্রম আরো স্বচ্ছ করেছে এবং এ প্রক্রিয়াকে জোরদার, গতিশীল ও আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে বেসরকারিকরণ নীতিমালা সংস্কার করেছে। শ্রমিক-কর্মচারীদের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে সরকারি মালিকানাধীন সংস্থাসমূহকে দ্রুত ও স্বচ্ছভাবে বিরাষ্ট্রীয়করণে সরকার বদ্ধ পরিকর। প্রচলিত উৎপাদন খাত ছাড়াও বিদ্যুৎ, জ্বালানি, খনিজ সম্পদ, পরিবহন ও যোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন সেবামূলক খাতেও বেসরকারিখাতের অংশগ্রহণকে সরকার অব্যাহতভাবে উৎসাহিত করছে। বেসরকারি খাতকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত উদ্যোগ দেশের সার্বিক উন্নয়নের উপর গুরুত্বপূর্ণ ইতিবাচক অবদান রাখছে।

ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ-সহায়ক পরিবেশ উন্নয়ন

বেসরকারি বিনিয়োগ-সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান ও অবকাঠামো স্থাপন করেছে। বিনিয়োগ বোর্ড ও প্রাইভেটাইজেশন কমিশন গঠন এবং মূলধন বাজার উন্নয়নে ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়ন এ ক্ষেত্রে সরকারের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। ব্যক্তিখাতে তৈরি পোষাক ও নিটওয়্যার শিল্পের অভূতপূর্ব বিকাশ শিল্পখাতকে গতিশীল করে তুলেছে এবং দেশে বিনিয়োগ-সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে অবদান রাখছে। চিরাচরিত কৃষিখাতের সীমাবদ্ধ গণ্ডি ছাড়িয়ে বর্তমানে খনি, বিদ্যুৎ উৎপাদন, সেবাখাত যেমন-টেলিযোগাযোগ, আর্থিকখাত, পরিবহন, তথ্য প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণ বিনিয়োগকে সম্প্রসারিত করছে।

শিল্প নীতি সংস্কার

বর্তমান শিল্প নীতি অনুযায়ী মাত্র চারটি খাত ব্যতীত অন্যান্য সকল শিল্পখাত ব্যাক্তি খাত কর্তৃক বিনিয়োগের জন্য উন্মুক্ত। এই শিল্প নীতিতে বৈদেশিক বিনিয়োগকারীগণকে সংরক্ষিত শিল্পখাত ব্যতীত অন্য যে কোন শিল্প স্থাপনে সরকারের কোন অনুমতির প্রয়োজন হয় না। এমনকি বিনিয়োগের পরিমাণ এবং অংশীদারিত্বের সীমা নির্বিশেষে যৌথ উদ্যোগে বা ১০০% বিদেশী বিনিয়োগেও কোন শিল্প স্থাপন এবং বিদ্যমান শিল্পের সামঞ্জস্যকরণ, আধুনিকীকরণ, প্রতিস্থাপন ও সম্প্রসারণ (বিএমআরই)- এর ক্ষেত্রে সরকারের অনুমতির প্রয়োজন পড়ে না। বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন শিথিলকরণসহ অধিকতর রেয়াতি শুল্ক হার, ১০০ শতাংশ রপ্তানিমুখী শিল্পের আমদানিতব্য যন্ত্রপাতির শুল্ক রেয়াত, কর অবকাশ সুবিধা, শিল্পজাত দ্রব্যকে ট্যারিফ সমন্বয়ের মাধ্যমে সংরক্ষণ, কাঁচামাল আমদানি নীতি সহজীকরণ এবং শুল্ক হার হ্রাস ইত্যাদি ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে।

বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ ও বেসরকারি পুঁজি বিনিয়োগের সুবিধার্থে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যথাঃ

- বেসরকারি উদ্যোগে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল স্থাপন সংক্রান্ত আইন প্রবর্তন;
- ব্যক্তিমালিকানাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের নীতি গ্রহণ;
- পেট্রোলিয়াম খাতে বেসরকারি সংস্থার অংশ গ্রহণের জন্য পেট্রোলিয়াম এ্যাক্ট সংশোধন;
- টেলিকমিউনিকেশন খাতকে বিদেশী ও ব্যক্তি পুঁজির জন্য উন্মুক্ত করা ও
- অবকাঠামো উন্নয়ন ও সেবা খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করা ইত্যাদি।

বেসরকারিকরণ কমিশন (প্রাইভেটাইজেশন কমিশন) গঠন

অর্থনীতিতে বেসরকারি খাতের ভূমিকাকে দৃঢ়করণ এবং উন্নয়নের চালিকা শক্তি হিসাবে বেসরকারিখাতকে উন্নীত করার লক্ষ্যে সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহকে ক্রমান্বয়ে বেসরকারিকরণ করেছে। সরকার মালিক বা নিয়ন্ত্রক হিসেবে এসব কার্যক্রমের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত না থেকে বিভিন্ন শিল্প স্থাপন ও ব্যবস্থাপনার সহায়ক ভূমিকা পালনের নীতি গ্রহণ করেছে। উৎপাদনমুখী শিল্প ও বাণিজ্যিক সেক্টরের মালিকানা, ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ থেকে সরে আশা সম্ভব হলে বেসরকারি উদ্যোগের অভাব রয়েছে এরূপ ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষে অধিকতর সম্পদ নিয়োজিত করা ও যথাযথ মনোযোগ দেয়া সম্ভব হবে।

বেসরকারিকরণের লক্ষ্য হচ্ছে বেসরকারি খাতকে জোরদার করে দেশের শিল্পায়ন ও আর্থিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা এবং শ্রমিকদের অধিকতর কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। এর অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হ'ল সরকারের লোকসানের ভার কমিয়ে বন্ধ বা লোকসানি প্রতিষ্ঠানে গতি সঞ্চার করা।

সরকারের বেসরকারিকরণ কর্মসূচিকে এগিয়ে নেয়ার জন্য সরকার একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা (Statutory Body) হিসেবে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন গঠন করেছে। বেসরকারিকরণ কার্যক্রমকে আইনী কাঠামোর আওতায় পরিচালনার উদ্দেশ্যে বেসরকারিকরণ আইন ২০০০ প্রণয়ন করে এর অধীনে প্রণীত বেসরকারিকরণ নীতিমালা, ২০০১ অনুসারে সরকার বেসরকারিকরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের কার্যক্রমকে অধিকতর গতিশীল করার প্রয়াসে সরকারের বেসরকারিকরণ নীতিতে গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয় সাধনপূর্বক একটি খসড়া বেসরকারিকরণ প্রবিধানমালা প্রস্তুত করা হয়েছে।

সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পূর্ণ দায়-দেনা মুক্তভাবে বিক্রয় করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বিক্রীতব্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় দায়-দেনা সরকার গ্রহণ করবে এবং ক্রেতাকে এসব শিল্প প্রতিষ্ঠানের কোন দায়-দেনা গ্রহণ করতে হবে না। স্টক এক্সচেঞ্জের ফ্লোরে বিক্রয়ের জন্য নির্ধারিত কোম্পানিসমূহের সরকারের মালিকানাধীন শেয়ারসমূহ বিদ্যমান বাজার মূল্যে বিক্রয়ের জন্যও সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। শেয়ার বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোম্পানির কোন দায়-দেনা সরকার গ্রহণ করবে না। সরকারের মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে বিদ্যমান দিক-নির্দেশনাতে ব্যাপক পরিবর্তন আনয়ন করা হয়েছে। বাস্তবভিত্তিক বাজার মূল্য নিরূপণের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস্ এর আলোকে মূল্যায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

বক্স ১৪.১ঃ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণ কার্যক্রম

বর্তমান ২০০৪-০৫ অর্থ বছরেও সরকারের বেসরকারিকরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়সমূহের সাথে আলোচনা মোতাবেক প্রাইভেটাইজেশন কমিশন কর্তৃক সরকারের বেসরকারিকরণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ বছর ২৩ মার্চ, ২০০৫ পর্যন্ত ৫টি শিল্প প্রতিষ্ঠান/কোম্পানি বেসরকারিকরণ করা হয়। এগুলো নিয়ে ১৯৯৩ সালে বেসরকারিকরণ বোর্ড (বর্তমানে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন) গঠনের পর থেকে এ পর্যন্ত মোট ৬০ (ষাট)টি প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৪০টি প্রতিষ্ঠান সরাসরি বিক্রির মাধ্যমে এবং ২০টি প্রতিষ্ঠান/কোম্পানি শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে বেসরকারিকরণ করা হয়েছে ।

এছাড়া, ৯টি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম চূড়ান্তকরণের পর ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ক্রেতাগণের নিকট হস্তান্তর করা সম্ভবপর হবে। ইতোমধ্যে আরো ৪টি প্রতিষ্ঠান বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করা হয়েছে।

বাংলাদেশে বেসরকারিখাতে বিনিয়োগকে সহজতর এবং দ্রুততর করার লক্ষ্যে **বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ড** গঠন করা হয়েছে। দেশে ও বিদেশে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের শিল্প স্থাপনে সর্বোত্তম সহায়তা ও উন্নততর সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ বোর্ডের কার্যক্রম পুনর্বিন্যস্ত করে দাপ্তরিক কার্যক্রমে গতিশীলতা ও দক্ষতা আনয়নের জন্য তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে।

২০০৪-০৫ অর্থবছরে বিনিয়োগ বোর্ডে বেসরকারি বিনিয়োগ প্রকল্প নিবন্ধনের হার ৪১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে অনুরূপভাবে, ২০০৪ পঞ্জিকাবর্ষে বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রকৃত পরিমাণ ৬৫২.৫ মিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে, যা ২০০৩ সালের তুলনায় ৪৭.৮ শতাংশ বেশী। ২০০১-০২ হতে ২০০৪-০৫ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির পরিমান ১৯৯.৮০ বিলিয়ন টাকা, যা তৎপূর্ববর্তী পাঁচ বছরের মোট আমদানির চেয়ে ১১৯ শতাংশ বেশী। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির প্রবৃদ্ধির হার ৬২ শতাংশ। এ বছর ম্যানুফেকচারিং শিল্পখাতে ৮.৪৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অজিস্তত হতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় ১২ বিলিয়ন মাকিন্তন ডলার সমপরিমাণের বিনিয়োগ প্রস্তাবনা সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। ম্যানুফেকচারিং শিল্পখাতে উচ্চহারে প্রবৃদ্ধির ফলে দেশব্যাপী প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

বক্স ১৪.২ঃ বিনিয়োগ বোর্ডে নিবন্ধিত বিনিয়োগের বিবরণ

২০০৪-০৫ অর্থবছরে বিনিয়োগ বোর্ডে স্থানীয় বিনিয়োগ প্রকল্প নিবন্ধন ২১% বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সময়ে নিবন্ধিত মোট ১,০৬৯টি স্থানীয় প্রকল্পে বিনিয়োগ প্রস্তাবনার পরিমাণ প্রায় ১,৫৯৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। খাতভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রধানত এই বিনিয়োগ এসেছে ম্যানুফেকচারিং শিল্পখাতে যেমনঃ বস্ত্র, কৃষিভিত্তিক, খাদ্য ও খাদ্যজাত, কাঁচা ও সিরামিক, রসায়ন এবং প্রকৌশল। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক মোট ১৬১১টি স্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে। এ সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ ২৩১২.৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০২-০৩ অর্থবছরে স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনার পরিমাণ ছিল ২০২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। পক্ষান্তরে বর্তমান অর্থবছরের প্রথম নয় (জুলাই-মার্চ) মাসে বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রকল্প (সম্পূর্ণ বিদেশি ও যৌথ মালিকানা০ নিবন্ধন ১৫১% বৃদ্ধি পেয়েছে। মোট ৭৮টি নিবন্ধিত বিদেশি/যৌথ প্রকল্পে বিনিয়োগ প্রস্তাবনার পরিমাণ প্রায় ৫৭৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। নিবন্ধিত বিদেশি/যৌথ বিনিয়োগ প্রস্তাবনার প্রধান খাতগুলো হলো সেবা, বস্ত্র, কৃষিভিত্তিক, রসায়ন এবং প্রকৌশল। এ ক্ষেত্রে প্রধানতম খাত হলো সেবা (৭৭%), যাতে টেলিযোগাযোগ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, জ্বালানী ও গ্যাস এবং বিনোদন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে বিনিয়োগ বোর্ডের তথ্যানুযায়ী বিদেশি শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিবন্ধিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১২৭টি এবং মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৪৫৮.৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০২-০৩ অর্থবছরে বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধীকৃত মোট বিদেশি শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৩৬৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সার্বিকভাবে ২০০২-০৩ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩১ শতাংশ । ২০০৩-০৪ অর্থবছরের মার্চ, ০৪ পর্যন্ত প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ২৯ শতাংশ।

উৎসঃ বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ড। দ্রষ্টব্যঃ ২০০৪-০৫ -এর সকল তথ্য সাময়িক হিসাব অনুযায়ী প্রদত্ত।

প্রকৃত বিনিয়োগ পরিসংখ্যান

প্রাথমিক হিসাব মতে ২০০৪ পঞ্জিকা বর্ষে বাংলাদেশে প্রকৃত FDI Inflow-র পরিমাণ হল ৬৫২.৫০ মিলিয়ন ডলার, যা ২০০৩ সালের তুলনায় ৪৭.৮ শতাংশ বেশী। বাংলাদেশের সামগ্রিক বেসরকারি বিনিয়োগের বেশির ভাগই (৮০%-৮৫%) আসে স্থানীয় বিনিয়োগ প্রস্তাবনাগুলো হতে। বিনিয়োগ বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত নমুনা জরিপের (sample survey) মাধ্যমে জানা যায়, স্থানীয় বিনিয়োগ প্রকল্পগুলোর মধ্যে প্রায় ৮৫ শতাংশ-ই বাস্তবায়িত হয়েছে অথবা বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। ১৯৯১-৯২ অর্থবছরের বেসরকারি প্রকল্প প্রস্তাবনা নিবন্ধনের পরিমাণ ছিল প্রায় ১১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০০৪-০৫ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই-মার্চ) দাঁড়িয়েছে ২,১৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বর্তমান অর্থবছরে এই নিবন্ধনে প্রবৃদ্ধির হার ৪১ শতাংশ, যা দেশের শিল্পায়নে বিনিয়োগকারীদের উৎসাহব্যঞ্জক কার্যক্রমের ইঙ্গিত বহন করে।

মূলধন বাজার উন্নয়ন

বেসরকারি খাত উন্নয়নের জন্য দেশে পুঁজিবাজারের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে এই ভূমিকাকে জোরদার করার লক্ষ্যে ১৯৯০ দশকের শুরু থেকে পুঁজিবাজারে বিভিন্নমুখী সংস্কারের মাধ্যমে একে অধিকতর দক্ষ, কার্যকর

এবং নির্ভরযোগ্য করে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়। ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশে সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এসইসি পুঁজি বাজারের নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্টক এক্সচেঞ্জসমূহসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বেসরকারিখাতের পুঁজিবাজারের উন্নয়নমূলক কার্যাবলী ও দিক-নির্দেশাবলী প্রদান করে থাকে। এসইসি পুঁজি বাজারে স্বচ্ছতা আনয়নের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ এবং পুঁজি বাজার উন্নয়নের লক্ষ্যে সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রেখেছে। পুঁজিবাজার সম্পর্কিত বিস্তারিত পর্যালোচনা সমীক্ষার পঞ্চম অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে।

অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে বেসরকারিকরণ কার্যক্রম

অবকাঠামো খাত

বাংলাদেশ বেসরকারি খাত অবকাঠামো নির্দেশিকা (Bangladesh Private Sector Infrastructure Guidelines)ঃ

দেশে অবকাঠামো উন্নয়নে গৃহীত প্রকল্পসমূহের বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার একটি বেসরকারি খাত অবকাঠামো নির্দেশিকা (Bangladesh Private Sector Infrastructure Guidelines) প্রণয়ন করেছে। এই নির্দেশিকায় বিভিন্ন সাব-সেক্টরে বেসরকারি অবকাঠামোগত প্রকল্প গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতিসমূহের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করা হয়েছে। সাব-সেক্টরগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'লঃ টেলি-যোগাযোগ; শক্তি উৎপাদন, পরিচালন, বিতরণ এবং সেবাসমূহ; বন্দর উন্নয়ন; হাইওয়ে এবং এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ; ব্রীজ, টানেল ও ফ্লাইওভার নির্মাণ; তৈল ও গ্যাসের আবিস্কার, উৎপাদন, বিতরণ এবং পরিচালন; বিমান বন্দর ও টার্মিনাল উন্নয়ন; পর্যটন; ইন্ডাষ্ট্রিয়াল এস্টেট; শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য; পরিবেশ এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি।

জ্বালানি ও বিদ্যুৎ ঃ

তেল ও গ্যাস

বাংলাদেশের বিদ্যুতায়ন, শিল্পায়ন, পরিবহন, কৃষি, গৃহস্থালীসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে জ্বালানি ব্যবহার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মূল্যবান ভূমিকা রাখতে জ্বালানির সুষ্ঠু ও সুসমন্বিত ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই। দেশের প্রায় ৯০ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং রাসায়নিক সার এর একশ' ভাগ উৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবে গ্যাস ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বর্তমানে দেশের ৭০ শতাংশ এর অধিক বাণিজ্যিক জ্বালানির সরবরাহ প্রকৃতিক গ্যাস নির্ভর। তাই নতুন নতুন গ্যাস ক্ষেত্রের অনুসন্ধান এবং আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রের উন্নয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গ্যাস সম্পদের দ্রুত অনুসন্ধান ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সারা দেশকে ২৩টি ব্লকে বিভক্ত করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে আকর্ষণীয় শর্তে উৎপাদন বন্টন চুক্তির আওতায় বিদেশি বিনিয়োগের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। ফলে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক তৈল কোম্পানির পক্ষ থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া গেছে। এ পর্যন্ত ১২টি ব্লকের জন্য ১০টি উৎপাদন বন্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। তবে দুটি চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে ১০টি ব্লকের জন্য ৮টি চুক্তি বহাল রয়েছে। ইতোমধ্যে এ সকল কোম্পানির মধ্যে কেয়ার্ন এনার্জি বঙ্গোপসাগরে ১টি গ্যাস ক্ষেত্র (সাঙ্গু) আবিস্কার করতে সক্ষম হয়েছে এবং ১৯৯৮ হতে উৎপাদন বন্টন চুক্তির অধীনে সাঙ্গু ক্ষেত্র আবিস্কার করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়া ইউনোকল ব্লক-১৪ এবং ১২-তে যথাক্রমে মৌলভীবাজার ও বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ডের উন্নয়ন প্রকল্প পেট্রোবাংলা কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ২০০৬ সালের শেষ নাগাদ উক্ত ফিল্ড হতে গ্যাস উৎপাদন শুরু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এছাড়াও তাল্লো বাংলাদেশ লিমিটেড কুমিল্লা জেলার বাঙ্গুরায় সম্প্রতি একটি গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার করেছে।

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত গ্যাস ক্ষেত্রসমূহ হতে উৎপাদিত গ্যাস ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য অঞ্চলে বিশেষ করে দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে সরবরাহ করার লক্ষ্যে সরকারি খাতে বেশ কিছু গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারিখাতেও BT (Built & Transfer) ব্যবস্থায় গ্যাস সঞ্চালন পাইপ লাইন নির্মাণের বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে।

পবিবেশ দূষণ রোধের জন্য যানবাহনসমূহকে সিএনজিতে রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতকেও সিএনজি ফিলিং ষ্টেশন স্থাপনে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে এবং এ লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। সিএনজি ব্যবহারের সুবিধার্থে দেশে মার্চ ২০০৫ পর্যন্ত প্রায় ৮৭টি সিএনজি ফিলিং ষ্টেশন (সরকারিখাতে ৫টি এবং বেসরকারিখাতে ৮২টি) স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া জুন ২০০৫ পর্যন্ত সিএনজিতে রূপান্তরিত যানবাহনের সংখ্যা প্রায় ২২৭০৬টি। এছাড়াও বিদেশ থেকে সিএনজি চালিত বাস আমদানি করা হয়েছে। ফলে, যানবাহনে দেশজ জ্বালানি সিএনজি ব্যবহারের ফলে একদিকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে এবং অন্যদিকে ঢাকা শহরে বায়ু দূষণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে।

প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে জ্বালানি ও গ্যাসখাতে দীর্ঘ মেয়াদি উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ, জ্বালানিখাতে বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ, ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ, একচেটিয়া ব্যবসার অপব্যবহাররোধ এবং পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে Engergy Regulatory Commission Act পাশ করা হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনে গ্যাস ও বিদ্যুৎ অপারেটরদের লাইসেন্স প্রদান, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণের ক্ষেত্রে মাশুল ও মূল্য নির্ধারণ, ভোক্তাদের নিরাপত্তা বিধান এবং এই আইন ভঙ্গকারীদের শাস্তি প্রদানের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। Engergy Regulatory Commission -এর কার্যক্রম পুরোপরি শুরু হলে বর্তমানে গ্যাস ও বিদ্যুৎখাতে একচেটিয়া সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে উত্থাপিত ভোক্তাদের অভিযোগ হ্রাস পাবে এবং তাঁদের অধিকার যথাযথভাবে সংরক্ষিত হবে।

বিগত বছরসমূহে দেশে জ্বালানি তেল সেক্টরে বেসরকারিখাতে এলপিজি বোতলজাতকরণ ও তা বন্টন ও বিপণনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নয়ন পরিলক্ষিত হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে ৬টি বেসরকারি এলপিজি প্ল্যান্ট তাদের উৎপাদন অব্যাহত রেখেছে। এই ৬টি এলপিজি প্ল্যান্টের মধ্যে দুটি যমুনা স্পেসটেক জয়েন্ট ভেঞ্চার এবং বিওসি এলপিজি প্ল্যান্ট বগুড়ায় অবস্থিত। দুটি প্ল্যান্টই অভ্যন্তরীণ উৎস অর্থাৎ কৈলাশটিলা ও চট্টগ্রাম থেকে এলপিজি সংগ্রহ করে থাকে। চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে অবস্থিত প্রিমিয়াম এলপিজি প্ল্যান্ট (টোটাল গ্যাস) এবং খুলনার মংলায় অবস্থিত বসুন্ধরা এলপিজি প্ল্যান্ট, ক্লীনহীট এলপিজি প্ল্যান্ট ও সামিট এলপিজি প্ল্যান্টের এলপি গ্যাসের উৎস সম্পূর্ণভাবে আমদানি-নির্ভর। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী এ সকল বেসরকারি এলপিজি প্ল্যান্টের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১ লক্ষ ১৫ হাজার ৫ শত মেট্রিক টন। উল্লেখ্য যে, সরকারি মালিকানা ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালনাধীন চট্টগ্রাম ও কৈলাসটিলা এলপিজি প্ল্যান্টের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ২৩০০০ মেট্রিক টন।

হাইড্রোকার্বন ইউনিট

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অধীন হাইড্রোকার্বন ইউনিট বেসরকারিখাতে উন্নয়ন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি সমাধান করে আসছে। হাইড্রোকার্বন ইউনিট নিয়মিতভাবে গ্যাসের মজুদ হালনাগাদ করে থাকে। হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক পরিচালিত Optimal Gas Utilization Study- তে গ্যাস ও এ সম্পর্কিত খাতে ২০৩০ সাল পর্যন্ত সম্ভাব্য বিনিয়োগের পরিমাণ হিসাব করা হয়েছে যা বেসকারিখাতের বিনিয়োগকারিদের উৎসাহিত করবে।

সম্প্রতি বাংলাদেশে বিনিয়োগ আগ্রহী ভারতের টাটা গ্রুপ গ্যাসের রিজার্ভ নিয়ে হাইড্রোকার্বন ইউনিটের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করে। এ ছাড়া একটি কোরীয় কোম্পানি জ্বালানি খাতে বিনিয়োগের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য হাইড্রোকার্বন ইউনিটের সহযোগিতা গ্রহণ করে।

বিদ্যুৎ খাত

দেশের সকল জনসাধারণের জন্য ২০২০ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার বিদ্যুৎ খাতে ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করছে। এর ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের ভূমিকা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিদ্যুৎ খাতে বেসরকারি বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে সরকার ১৯৯৬ সালে বেসরকারিখাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন নীতি প্রণয়ন করে।

সরকার প্রবর্তিত সংস্কার কর্মসূচি অংশ হিসেবে ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনের আওতায় ১৯৯৬ সালে বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা আলাদা করার জন্য পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) এবং ঢাকা ইলেকট্রিসিটি কোম্পানি (ডেসকো) গঠিত হয়েছে।

দেশের সঞ্চালন সিস্টেমের পরিচালনা, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন করাই পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিঃ (পিজিসিবি) এর মূল দায়িত্ব। পিজিসিবি নতুন বৈদ্যুতিক সঞ্চালন লাইন ও গ্রীড উপকেন্দ্র নির্মাণেরও পূর্ণ দায়িত্বপ্রাপ্ত। গত ৩১শে ডিসেম্বর, ২০০২ ইং তারিখে সঞ্চালন সিস্টেমের সমগ্র এলাকা পিজিসিবি'র নিকট হস্তান্তরিত হয়। ফলে সমগ্র সঞ্চালন সিস্টেম পরিচালনা ও সংরক্ষণসহ ভবিষ্যৎ সম্প্রসারণ এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব এখন পাওয়ার গ্রীড কোম্পানির। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে কোম্পানি এর কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

বিভিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সারাদেশে ২৩০ কেভি ও ১৩২ কোভি লাইনের মাধ্যমে সঞ্চালন করা হয়। ১৯৯৬ সালে পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড গঠিত হবার সময় দেশে ২৩০ কেভি ও ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইনের দৈর্ঘ্য ছিল যথাক্রমে ৮৩৮ সার্কিট কিমি ও ৪৭৫৫ সার্কিট কিমি যা ২০০০-০১ অর্থবছরে দাঁড়ায় যথাক্রমে ১১৪৪ সার্কিট কিমি ও ৪৯৬২ সার্কিট কিমি। বর্তমানে মার্চ ২০০৫ পর্যন্ত ২৩০ কেভি লাইনের দৈর্ঘ্য ১৪৬৬ সার্কিট কিমি ও ১৩২ কেভি লাইনের দৈর্ঘ্য ৫২০২ সার্কিট কিমি -এ উন্নীত হয়েছে।

ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেড (ডেসকো) ঢাকা শহরের বৃহত্তর মিরপুর, গুলশান, ক্যান্টনমেন্ট, উত্তরা, বারিধারা, দক্ষিণ খান ও বাড্ডার ১৬৫ বর্গকিলোমিটার এলাকায় বর্তমানে বিদ্যুৎ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমানে ডেসকোর গ্রাহক সংখ্যা ২,৫২,০৭১। অব্যাহত উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় বর্তমান ২০০৪-০৫ অর্থবছরে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ, বিদ্যুৎ চুরি রোধ ও সিস্টেম লস কমানোর জন্য ডেসকো বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। যার মধ্যে মনিটরিং সেল ও ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট এর মাধ্যমে অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ ও মামলা দায়ের, পেনাল বিল আদায়, স্পট মিটারিং, বস্তি এলাকায় মিটারিং ইত্যাদি কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য। ফলে উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

বিদ্যুৎ সেক্টরের অব্যাহত সংস্কার কার্যক্রমের আওতায় Privatization Process ত্বরান্বিত করা এবং সরকারি বিনিয়োগের পাশাপাশি বেসরকরি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে Pre-IPO/IPO এর মাধ্যমে ডেসকোকে শেয়ার মার্কেটে অন্তর্ভুক্তির প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে যা আগামী ২০০৫-০৬ অর্থবছরের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলো আশা করা যাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা নিরসনকল্পে এবং গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নের জন্য বর্তমান অর্থবছরে ২টি সাবস্টেশন আপগ্রেডেশন, ৫০০০ প্রি-পেইড মিটারিং স্থাপনের পাইলট প্রজেক্ট, ২৫ কিলোমিটার আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল স্থাপন, ১৫০ কিলোমিটার ওভারহেড লাইন নির্মাণ ইত্যাদি উন্নয়ন কার্যক্রম চলমান। এদিকে ডেসকোর উপকেন্দ্রের স্থাপন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ৪৫০/৬৩০ এমভিএ'তে উন্নীত করা হয়েছে।

২০০৭ সাল নাগাদ জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার ৫-৭ শতাংশ অর্জনের নিমিত্তে বর্ধিত চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ বিতরণের লক্ষ্যে ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে ৪টি সাবস্টেশন নতুন নির্মাণ/ ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ কাজ সম্পন্ন হবে। ফলে ডেসকোর উপকেন্দ্রের মোট স্থাপন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে ৬১০/৮৫৪ এমভিএ।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) খাত

দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির দ্রুত ব্যবহার ও প্রয়োগের লক্ষ্যে সরকার ''জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা'' প্রণয়ন করেছে। এই নীতিমালায় দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়নে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আইসিটি খাতে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার জন্য বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের কাজ চলছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিকাশে সহায়ক পরিবেশ থাকায় বেসরকারি খাত ক্রমান্বয়ে এক্ষেত্রে বিনিয়োগে আগ্রহী হয়ে উঠছে। জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালার আলোকে রেসরকারি খাতকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যেই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনটি বাস্তবায়িত হলে দেশে E-Commerce এবং Electronic Transaction এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আইনগত ভিত্তি লাভ করবে। এর ফলে দেশে এই খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে।
- দেশে সফট্ওয়্যার শিল্পের বিকাশের জন্য ঢাকার কাওরান বাজারে 'আইসিটি ইনকিউবেটর সেন্টার' স্থাপন করা হয়েছে। এখানে উচ্চ গতি সম্পন্ন ডাটা ট্রান্সমিশন সুবিধা প্রদানসহ নিরবিচ্ছিন্নভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। বর্তমানে আইসিটি ইনকিউবেটরে ৪০টির মত প্রতিষ্ঠান সফট্ওয়্যার উদ্ভাবন ও আইসিটি এনাবলড সার্ভিসেস কাজে নিয়োজিত আছে। আইসিটি ইনকিউবেটর স্থাপনের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আইসিটি খাতে বেসরকারি কোম্পানিগুলোকে আকর্ষণ করা।
- আইসিটি খাতের বিকাশ ও পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার চলতি অর্থ বছর থেকে আইসিটি ইন্টার্নশীপ কর্মসূচি চালু করেছে। ১ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমাধারীদেরকে ইন্টার্নি হিসেবে বিভিন্ন আইসিটি কোম্পানি এবং অর্গানাইজেশনে নিয়োগ দেয়া হবে। এর ফলে আইটি প্রতিষ্ঠানগুলো একদিকে যেমন দক্ষ জনবল পাবে অন্যদিকে দেশে বেসরকারি খাতের উন্নয়নে সহায়ক হবে।
- সমস্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা-এর **ওয়েবসাইট** চালু করার বিষয়ে জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালায় অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। সরকারি বিভিন্ন নীতি এবং গৃহীত কার্যক্রমসহ তথ্য ও উপাত্তসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।
- দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রসার এবং বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ISP, VSAT, DCSP লাইসেন্স ফি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা হয়েছে। এর ফলে সাইবার ক্যাফে, Voice Over Internet Protocal (VOIP), ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা, On-Line Banking সুবিধা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।
- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাত উদারিকরণের ফলে দেশে Broadband Internet Service Provider -এর সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এপ্রিল'০৫ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন স্থানে মোট ৮৮টি প্রতিষ্ঠান Broadband Internet Service সুবিধা প্রদান করছে। এই সুবিধা ব্যবহার করে উচ্চ গতি সম্পন্ন Data Transmission -এর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে Banking Sector-এ বিশেষ করে বেসরকারি ব্যাংকগুলোতে On-Line Transaction দিন দিন জনপ্রিয় হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন ধরণের Utility বিল On-Line -এ পরিশোধের সুবিধাদি জনপ্রিয় হচ্ছে।
- আইসিটি, ইলেক্ট্রনিক্স, টেলি-কমিউনিকেশন, ইঞ্জিনিয়ারিং, বায়োটেকনোলজি এবং সংশ্লিষ্ট নলেজ বেজড শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও বিকাশের অনুকূল এবং উপযুক্ত কর্ম-পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর উপজেলায় একটি হাইটেক পার্ক স্থাপন করার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

টেলিযোগাযোগ খাত

বেসরকারিখাতকে উৎসাহিত করার প্রচেষ্টায় বিগত ১৯৮৯ সনে প্রথম বেসরকারিখাতে রেডিও ট্রাংকিং সেলুলার রেডিও টেলিফোন, নৌ-রেডিও টেলিফোন নেটওয়ার্ক ও পেজিং চালু করার জন্য বাংলাদেশ টেলিকম প্রাইভেট লিমিটেড (বিটিএল) নামে একটি প্রতিষ্ঠানকে অনুমতি দেয়া হয়। বিটিএল' এর লাইসেন্সের মোবাইল টেলিকম অপারেটর অংশ পরবর্তীতে প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিঃ -এর নিকট হস্তান্তরিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে বেসরকারিখাতে ডিজিটাল সেলুলার মোবাইল চালুকরণের জন্য ১৯৯৬ সনে ৩টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ ফোন লিঃ, টেলিকম মালয়েশিয়া ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ ও সেবা টেলিকম প্রাইভেট লিঃ এর অনুকূলে লাইসেন্স প্রদান করা হয়। কমিশন গঠনের পর তাঁদের লাইসেন্স/লাইসেন্স চুক্তি বাংলাদেশ টেলিযাগাযোগ আইন, ২০০১ এর ৯০ ধারা মোতাবেক পুনঃবহাল করা হয়। কমিশন ২০০৪ সালে বিটিটিবি কে মোবাইল টেলিকম অপারেটর লাইসেন্স প্রদান করে যা পরবর্তী পর্যায়ে সংশোধিত হয়ে টেলিটক নামে পরিচালিত হচ্ছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী এপ্রিল, ২০০৫ পর্যন্ত দেশে মোট ৫টি বেসরকারি সেলুলার মোবাইল অপাটের -এর মোট গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৫৪.১৪ লক্ষ। এসব বেসরকারি সেলুলার কোম্পানির (টেলিটক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা) গ্রাহক সংখ্যা লেখ চিত্র ১৪.২-এ দেখানো হ'ল। টেলিফোনের বিপুল চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে প্রতিযোগিতামূলক

পরিবেশে Fixed Telephone (PSTN) সেবা প্রদানের জন্য বেসরকারি খাতে সেন্ট্রাল জোন (ঢাকা মাল্টি একচেঞ্জ এলাকা) ব্যতিত অন্য ৪টি জোনে ১৫টি কোম্পানিকে ৩৭টি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। বেসরকারি খাতে Fixed Telephone লাইসেন্স প্রদান করায় এ খাতে দেশি-বিদেশি এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের বিনিয়োগের পথ উম্মুক্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে অনেক বিনিয়োগকারী বিনিয়োগ শুরু করেছেন। ফলে হাজার হাজার বেকার লোকের কর্মসংস্থানের পথ সুগম হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্তমানে বিটিটিবি-র গ্রাহক সংখ্যা ৮ লক্ষ। আশা করা যায় যে, আগামী ২ বছরে নতুন ফিক্সড টেলিকম বেসরকারি অপারেটরদের গ্রাহক সংখ্যা ২৫ লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে।

বেসরকারি ৪টি সেলুলার মোবাইল টেলিকম অপারেটরের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক কার্যক্রম সৃষ্টি করা হয়েছে। মেসার্স সেবা

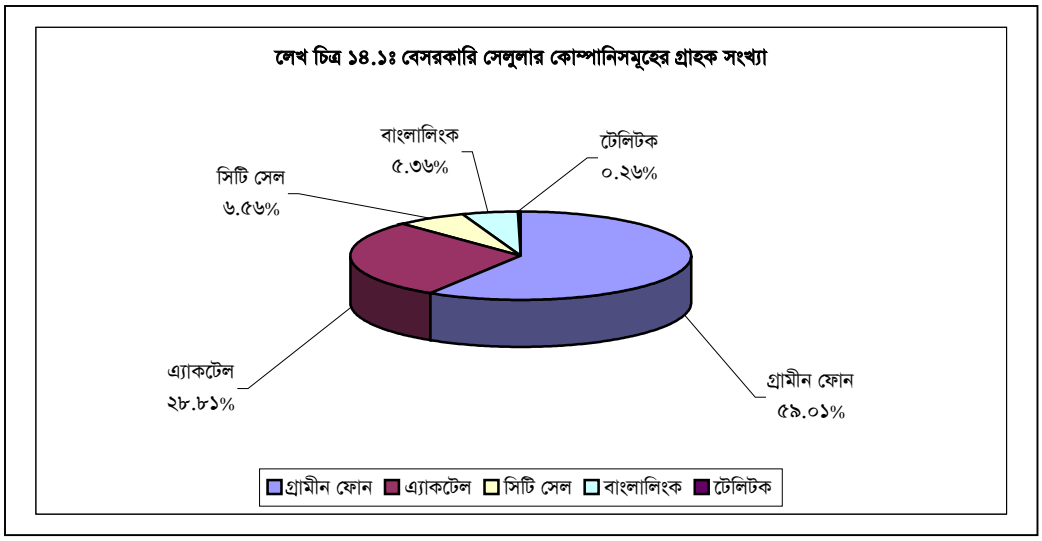

টেলিকম লিঃ এবং মেসার্স পিবিটিএল এর শেয়ার হস্তান্তরের অনুমতি দিয়ে দেশে মোবাইল টেলিকম সেক্টরে এবং বেসরকারি খাতে ফিক্সড ফোনের জন্য পিএসটিএন লাইসেন্স দেয়ায় আরো বিদেশি বিনিয়োগের সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। ফলে আগামী ১ বছরের মধ্যে ৪টি মোবাইল অপারেটরের গ্রাহক সংখ্যা বর্তমান ৫০ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। আগামী ১ বছরের মধ্যে বর্তমান টেলিডেনসিটি ৪.৮ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭ ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা যায়। মোবাইল টেলিকম অপারেটরদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি, স্বল্প মূল্যে টেলিযোগাযোগ সেবা জনগণের নিকট পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে মেসার্স টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ কোম্পানিকে সেলুলার মোবাইল টেলিকম অপারেটর লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত কোম্পানি তাদের মোবাইল টেলিকম সেবা প্রদান শুরু করেছে। ফলে খুব শীঘ্রই সকল মোবাইল ফোনের কলচার্জ কমে সাধারণ জনগণের নাগালের মধ্যে চলে আসবে বলে আশা করা যায়।

ঢাকা শহরের জনগণের বিপুল চাহিদার কথা বিবেচনা করে মেসার্স ওয়ার্ল্ডটেল এর লাইসেন্স চুক্তি এবং বিটিটিবি-র পারর্সানাল হ্যান্ডি ফোন সিস্টেম এর লাইসেন্স চুক্তির Revalidation করা হয়েছে। প্রি-প্রেইড কার্ড সিস্টেম চালু করার জন্য মেসার্স ফর্মূলা ওয়ান এর লাইসেন্স চুক্তি Revalidation করা হয়েছে। টেলিযোগাযোগ এবং ব্রডকাষ্টিং এর লাইসেন্স প্রাপ্তদের যথাযথ তরঙ্গ বরাদ্দ করা হয়েছে যার মাধ্যমে ছবি, ভয়েস এবং ডাটা কমিউনিকেশন করা হয়ে থাকে। নিম্নে সারণিতে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) কর্তৃক ইস্যুকৃত বিভিন্ন প্রকার লাইসেন্সের পরিসংখ্যান প্রদান করা হ'লঃ

সারণি ১৪.১ঃ কমিশন কর্তৃক ইস্যুকৃত বিভিন্ন প্রকার লাইসেন্সের পরিসংখ্যান

প্রকারভেদ	কোম্পানি/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	মোট
সেলুলার মোবাইল টেলিকম লাইসেন্স (টেলিটক)	১	১
জোনাল ফিক্সড টেলিকম (পিএসটিএন) লাইসেন্স	১৫	৩৭
মোবাইল টেলিকম অপারেটর লাইসেন্স রিভেলিডেশন	৪	৪
ঢাকা এমইএ ফিক্সড টেলিকম অপারেটর লাইসেন্স রিভেলিডেশন (ওয়ার্ল্ডটেল)	১	১
প্রি-পেইড কলিং কার্ড অপারেটর লাইসেন্স রিভেলিডেশন	১	১
রুরাল ফিক্সড টেলিকম অপারেটর লাইসেন্স রিভেলিডেশন	১	১
ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার	১৮১	১৮১
ন্যাশনওয়াইড ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার	৩০	৩০
ন্যাশনওয়াইড ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার	৩০	৩০
ভিস্যাট ইউজার	৮৫	৮৫
ভিস্যাট প্রোভাইডার (হাব-স্টেশন)	৪	৪
ডমেষ্টিক ডাটা কমিউনিকেশন সার্ভিস প্রোভাইডার	২৪	২৪

উৎসঃ বিটিআরসি

পরিবহন খাত

বিমান পরিবহন

সরকারি বেসরকারিকরণ নীতির অনুসরণে সিভিল এভিয়েশন অথরিটি বিমান বন্দরের নন-রেগুলেটরি কাজগুলো বেসরকারিকরণের পরিকল্পনা নিয়েছে। ইতোমধ্যে শাহ্ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ পরিচালনার জন্য স্থানীয় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়া বিমান বন্দরের অন্যান্য ম্যানেজমেন্টকে অডিট সোর্সিং এর মাধ্যমে পরিচালনার জন্য দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠান নিয়োগের চূড়ান্ত কার্যক্রম চলছে। জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের কার্গো হ্যান্ডেলিং ও অন্যান্য নন-রেগুলেটরি কাজকে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালনা করার পরিকল্পনা চলছে।

পর্যটন

সরকার ঘোষিত বেসরকারিকরণ নীতির আলোকে পর্যটকদের উন্নত সেবা প্রদান এবং সংস্থার আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংস্থার কক্সবাজারস্থ মোটেল প্রবাল, উপল, লাবনী, সিলেট পর্যটন মোটেল, মৌলভীবাজারস্থ রেস্টহাউজ, রুচিতা রেস্তোরাঁ ও বার, সাকুরা রেস্তোরাঁ ও বার এবং পর্যটন মোটেল বান্দরবান বেসরকারি ব্যবস্থাপনা চুক্তিতে হস্তান্তর করা হয়েছে। অন্যদিকে, টেকনাফস্থ হোটেল নেটং, পর্যটন মোটেল দিনাজপুর, পর্যটন মোটেল বগুড়া, অডিটোরিয়াম, কটেজ এন্ড বার রাঙ্গামাটি, হোটেল পশুর এন্ড বার, মংলা, হোটেল মধুমতি টুংগীপাড়া, পর্যটন কমপ্লেক্স সাগরদাঁড়ি, পর্যটন রেস্তোরাঁ মাধবকুন্ড, সম্প্রতি নির্মিত কক্সবাজারের ৫টি লাক্সারী কটেজ এর বেসরকারিকরণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তাছাড়া সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকে বি,ও,টি পদ্ধতিতে পর্যটন কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ের ৩.৮০ বিঘা খালি জমি, সিলেট মোটেলের ১৩ একর খালি জায়গা এবং ফয়স লেককে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের নিকট ছেড়ে দেয়া হয়েছে। চট্টগ্রামস্থ পর্যটন মোটেল সৈকতের স্থানে উন্নতমানের শপিং কমপ্লেক্স কাম আন্তর্জাতিকমানের হোটেল নির্মাণ, কক্সবাজারের ১২১ একর খালি জায়গায় বিওটি ভিত্তিতে পর্যটন কমপ্লেক্স উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলছে। এযাবৎ পর্যটন খাতে সরকার থেকে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ (পরিশোধিত মূলধন, সরকারি অনুদান ও এডিপি ঋণ) ৩৭.৩২ কোটি টাকা। সরকারের বিনিয়োগের বিপরীতে পর্যটন করপোরেশন (আয়কর, ডিএসএল, লভ্যাংশ, ভ্যাট, বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বাবদ) ডিসেম্বর, ২০০৪ পর্যন্ত ৮১.৪৭ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করেছে। সর্বোপরি বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন একটি লাভজনক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৩-৮৪ থেকে ২০০৩-০৪ অর্থ বছর পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠান সর্বমোট ৪৯.৭৩ কোটি টাকা করপূর্ব মুনাফা অর্জন করেছে।

বাংলাদেশ রেলওয়ে

বাংলাদেশে পরিবহন ব্যবস্থার এই গুরুত্বপূর্ণ খাতে ১৯৯৭ সাল হতে বেসরকারিখাতকে সম্পৃক্তকরণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ফেরুয়ারি'০৫ পর্যন্ত মোট ৪৬টি মেইল এক্সপ্রেস ও লোকাল ট্রেন এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। তাছাড়া ১০টি ইন্টারসিটি ট্রেন এর অন বোর্ড পরিসেবা বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে আরো ২৫টি মেইল/এক্সপ্রেস ও লোকাল ট্রেনের বাণিজ্যিক কার্যক্রম বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় ন্যাস্তকরণের জন্য দরপত্র আহবান হয়েছে।

সড়ক খাত

সড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের ভূমিকা এখনও সীমিত। এ যাবত কেবল নির্মাণ চুক্তি সংক্রান্ত ঝুঁকির মধ্যেই বেসরকারি খাত এর ভূমিকা সীমাবদ্ধ রেখেছে।। সড়ক পরিবহনের ক্রমবর্ধিষ্ণু চাহিদার প্রেক্ষাপটে সরকার আলোচ্য খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণে সচেষ্ট হয়েছে। দেশের সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নে বেসরকারিখাতের অংশগ্রহণের বিষয়টি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জাতীয় স্থলপরিবহন নীতিতেও সবিশেষ গুরুত্বের সাথে প্রতিফলিত হয়েছে।

নৌ-পরিবহন

বেসরকারিখাতের বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ BOT (Build, Operate & Transfer) ভিত্তিতে বেসরকারি খাতের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ নৌ-বন্দরের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ এবং অন্যান্য আনুষংগিক সুবিধাদি প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

বেসরকারিখাতের কর্মকাণ্ড মূলত অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে যাত্রী ও মালামাল পরিবহনের মধ্যে সীমাবদ্ধ। বেসরকারিখাতে অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে প্রায় ৯৫% যাত্রী ও মালামাল পরিবহন করে থাকে এছাড়াও অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থাপিত ১১টি নদী বন্দরের আওতাধীন বিভিন্ন ঘাটসহ পন্টুন সুবিধাপ্রাপ্ত গ্রামীণ লঞ্চঘাটসমূহ বেসরকারি খাতে ইজারার মাধ্যমে পরিচালনা করে থাকে। উপরন্তু, পন্টুন এবং জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত কাজ স্থানীয় বেসরকারি ডক ইয়ার্ডে করা হয়ে থাকে।

বর্তমান বেসরকারি বিনিয়োগ সংক্রান্ত সরকারি নীতিমালার আলোকে বেসরকারিখাতকে সরাসরি অবকাঠামো উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন (বাঅনৌপ) কর্তৃপক্ষ অভ্যন্তরীণ নৌ-পথে কন্টেইনার পরিবহনের সুবিধার্থে বিওটি (নির্মাণ, পরিচালনা ও হস্তান্তর) ভিত্তিতে নারায়ণগঞ্জের খানপুরে একটি অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এছাড়া ঢাকার পানগাঁওয়ে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও বাঅনৌপ কর্তৃপক্ষের যৌথ উদ্যোগে একটি কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণ করা হবে। তবে এর পরিচালনার ভার সম্পূর্ণরূপে বেসরকারি উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠানের নিকট অর্পণ করা হবে। উপরন্তু, মুন্সীগঞ্জের মীরকাদিম এলাকায় নির্মিত নদী বন্দর এবং নোওয়াপাড়া, আশুগঞ্জ-ভৈরব, বরগুনা এবং ভোলাতে নির্মিতব্য নদী বন্দরসমূহের পরিচালনার ভারও বেসরকারিখাতে ছেড়ে দেয়া হবে।

সরকারের জাতীয় নৌ-পরিবহন নীতিমালায় বন্দরখাতে ব্যক্তিখাতের অংশগ্রহণকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। বর্তমানে চট্টগ্রাম বন্দরের অপারেশনাল কর্মকান্ডে স্টিভডোরস, ক্লিয়ারিং এন্ড ফরওয়াডিং এজেন্টস এবং ইক্যুইপমেন্ট হ্যান্ডেলিং অপারেটরসহ বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত আছে। বন্দরে কার্গো হ্রান্ডলিং -এর দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য বন্দরের অপারেশনাল বিভিন্ন ইক্যুইপমেন্ট বেসরকারিখাতে লিজ দেয়া এবং বেসরকারিখাতে আইসিডি (ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো) নির্মাণে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ উৎসাহিত করছে।

উল্লেখ্য যে, চট্টগ্রাম বন্দরের কন্টেইনার টার্মিনালের অপারেশনাল কর্মকান্ড সাময়িকভাবে বেসরকারিখাতে ন্যস্ত ছিল। চট্রগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের কন্টেইনার হ্যান্ডেলিং করার জন্য চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও M/s. CTL Ltd. -এর মধ্যে ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৯ সালে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির শর্তাবলী অনুযায়ী চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এর সিডিউল অব চার্জেস এর ট্যারিফ হারে বেসরকারি অপারেটারকে তার ইক্যুইপমেন্ট অপারেট করতে দেয়া হয়। বর্তমানে মেসার্স কিউসি শিপিং লাইন্স জিসিবি কন্টেইনার হ্যান্ডেলিং এরিয়াতে ফর্ক লিফ্ট ট্রাক অপারেট করে আসছে। তদুপরি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এর লাইসেন্স প্রাপ্ত ৫২টি স্টিভডোর এবং প্রায় ৩০০০ সিএন্ডএফ এজেন্ট বেসরকারিখাতে বন্দরে মালামাল খালাস ও ছাড়করণ কাজে নিয়োজিত আছে। তাছাড়াও বর্তমানে শীপ-টু-শোর-টু-ইয়ার্ডে কন্টেইনার হ্যান্ডলিং এবং ডেলিভারি পয়েন্ট থেকে খালি কন্টেইনার সরানোর কাজে বেসরকারি ঠিকাদার নিয়োজিত আছে।

ঢাকাস্থ আইসিডি'র বর্তমান অপারেশন বেসরকারিখাতের অংশগ্রহণের একটি দৃষ্টান্ত। শুরুতে ঢাকা আইসিডি চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত হতো। কন্টেইনার হ্যান্ডলিং এ বেসরকারিখাতকে উৎসাহিত করার জন্য প্রাইভেট ইক্যুইপমেন্ট পরিচালনার কাজে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে নিয়োজিত করা হয়। আইসিডি টার্মিনাল পরিচালনার জন্য প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের মাধ্যমে ১৯৯৬ সালে স্থানীয় কার্গো হ্যান্ডেলিং অপারেটর নিয়োগ করা হয়। নভেম্বর, ২০০৪-এ কার্গো হ্যান্ডলিং অপারেটর এর মেয়াদ শেষ হলে উম্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ঢাকা আইসিডি প্রান্ত ও চট্টগ্রাম বন্দরের সংরক্ষিত এলাকায় আইসিডি ইয়ার্ড প্রান্তে কন্টেইনার হ্যান্ডলিং এর জন্য GATCO নামক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে ৭ বছরের জন্য ৭৮.১৮ কোটি টাকা চুক্তিমূল্যে অপারেটর নিযুক্ত করা হয়েছে। ডিসেম্বর, ২০০৪ হতে উক্ত বেসরকারি অপারেটর উভয় প্রান্তে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে।

সরকারের বেসরকারিকরণ নীতির অংশ হিসাবে পোর্ট কানেক্টিং রোড এর পাশে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ এর নিজস্ব ৩.৮২ একর জমিতে ৩০০ ট্রাক/লরি ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি ট্রাক টার্মিনাল বিওটি (BOT) ভিত্তিতে ১৫ বছরের জন্য ২০০১ সালে বেসরকারিখাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। দীর্ঘদিন অব্যবহৃত বন্দরের সদরঘাট লাইটারেজ জেটি ২৫ বছরের জন্য লীজ দিয়ে সম্প্রতি বেসরকারিখাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। এছাড়া বন্দর স্টেডিয়ামের পাশে 'এক্স' ও 'ওয়াই' শেড এলাকা খালি কন্টেইনার রাখার জন্য বেসরকারি অপারেটরকে লীজ দেয়া হয়েছে। তাছাড়া স্পেশাল বার্থ যথাঃ সিমেন্ট ক্লিংকার জেটি, কাফকো এমোনিয়া জেটি, কাফকো ইউরিয়া ফার্টিলাইজার জেটিসমূহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/সংস্থা কর্তৃক ব্যবহৃত হচ্ছে।
ঢাকা মহানগরে দুটো ফ্লাইওভার সরকারি ব্যয়ে নির্মিত হলেও গুলিস্তান-যাত্রাবাড়ী পর্যন্ত তৃতীয় ফ্লাইওভারটি ব্যক্তিখাতে নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

ইনল্যান্ড কন্টেইনার ডিপো (আইসিডি)

১৯৯৮ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বেসরকারিখাতে আইসিডি নির্মাণ সংক্রান্ত নীতিমালা চালুর পর চট্টগ্রাম বন্দরের আশেপাশে ১১টি বেসরকরি আইসিডি কিছু সীমাবদ্ধতার মধ্যে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে। যদি সরকার বন্দর হতে ২০ কিলোমিটারের মধ্যে আইসিডি নির্মাণের শর্তটি শিথিল করে এবং আইসিডিসমূহকে আমদানি কন্টেইনার হ্যান্ডলিং করার অনুমতি প্রদান করে তবে অনেক বেসরকারি উদ্যোক্তা আইসিডি নির্মাণে এগিয়ে আসবে। বেসরকারিখাতে স্থাপিত আইসিডিসমূহ হ'ল (সারণি ১৪.৩)।

সারণি ১৪.২ঃ বেসরকারিখাতে স্থাপিত আইসিডিসমূহ

ক্রঃ নং	বেসরকারি আইসডি'র নাম	অবস্থান	চট্টগ্রাম বন্দর থেকে দূরত্ব (কিমি)	আয়তন (একর)	ধারণ ক্ষমতা (টিইইউস)
১.	সী ফেয়ারার'স লিঃ	পতেঙ্গা	৪	৩.৭৬৮	১২০০
২.	ওসান কন্টেইনারস লিঃ	কাঠঘর	৬	১৩.৮৩৮	৫০০০
৩.	ফিসকো বাংলাদেশ লিঃ	উত্তর পতেঙ্গা	৫	৩.৬৭৯	১৬১১
৪.	কিউ এন এস কন্টেইনার সার্ভিসেস লিঃ	সিপিইজেড	১.৫	৩.৬৭৩	৩০০০
৫.	ইকবাল এন্টারপ্রাইজ (ডিপো) লিঃ	কালুরঘাট	১৪	৪.০০	৮০০
৬.	সফি মোটরস লিঃ	সাগরিকা রোড	৭	৮.০০	৩০০০
৭.	ট্রান্স কন্টেইনার লিঃ	সিপিইজেড	১.৫	১.০৪৬	১৫০০
৮.	কে এন্ড টি লজিস্টিকস লিঃ	সিডিইজেড	১.৫	৮.০০	২০০০
৯.	ইসহাক ব্রাদার্স ইন্ডাঃ লিঃ	পোর্ট মার্কেট	১	১৭.০০	১০২৬
১০.	শাহ্ মাজিদিয়া রহমানিয়া কন্টেইনার টার্মিনাল লিঃ	পতেঙ্গা	৪	২.৩৮	১৫৬৮
১১.	পোর্ট লিংক	ভাটিয়ারী	১৫	২৭.৪৮	১৫১০
				মোট	**২২২১৫**

উৎসঃ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

তাছাড়া, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ -এর মালিকানাধীন নিজস্ব ভূমি থেকে পতেঙ্গা এলাকায় ৫৭ একর জমি চিহ্নিত করে কন্টেইনার ফ্রেইট স্টেশন, সাপ্লাই বেইজ স্টেশন ও আইসিডি নির্মাণের লক্ষ্যে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের অনুকূলে বরাদ্দের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

ব্যাংকিং ও বীমা

ব্যাংকিং ও বীমা সেক্টরে বেসরকারিখাতের অংশগ্রহণ যথেষ্ট ব্যাপক। বর্তমানে দেশে ৪০টি বেসরকারি (৩০টি দেশি ও ১০টি বিদেশি) ব্যাংক চালু রয়েছে। ৬০টি (৪৩টি সাধারণ ও ১৭টি জীবন বীমা) বেসরকারি বীমা কোম্পানিকে কার্যক্রম পরিচালনার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। ১৭টি জীবন বীমা কোম্পানির মধ্যে ১টি বিদেশি জীবন বীমা কোম্পানি । ব্যাংক ও বীমা ছাড়াও, বর্তমানে বেসরকারিখাতে ২৮টি নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান চালু রয়েছে। বেসরকারি ব্যাংক, বীমা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অংশ গ্রহণের ফলে আর্থিক খাতে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এবং সেবার মান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়েছে। ব্যাংকসমূহের সার্বিক কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য ৪টি রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। ব্যাংকিং ব্যবস্থার সংস্কার কর্মসূচির অংশ হিসেবে সরকার জাতীয়করণকৃত একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক (রূপালী ব্যাংক)-কে বেসরকারিকরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এ ছাড়া বাকি তিনটি জাতীয়করণকৃত ব্যাংকের ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

বর্তমানে বেসরকারি মালিকানাধীন ৪৩টি সাধারণ বীমা কোম্পানি ও ১৭টি জীবন বীমা কোম্পানি বীমা ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছে। এছাড়া সরকারি খাতে জীবন বীমা কর্পোরেশন ও সাধারণ বীমা করর্পোরেশন বীমা ব্যবসায় নিয়োজিত আছে। নিয়ন্ত্রণমূলক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি বীমা অধিদপ্তর বীমা কোম্পানির নিকট থেকে বার্ষিক নবায়ন ফি, বীমা কোম্পানির এমপ্লয়ার অব এজেন্ট ও এজেন্ট লাইসেন্স ফি, সার্ভেয়ার সার্টিফিকেট ও নবায়ন ফি, বীমা আইন ও বিধি-বিধান সংঘন জনিত অপরাধে আরোপিত জরিমানা আদায় ইত্যাদি বাবদ রাজস্ব আদায় করে থাকে। রাজস্ব আদায়ের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় যে, ক্রমাগতভাবে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে গত ২০০৩-০৪ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ে বড় রকমের উন্নতি হয়েছে। বিগত ৩ অর্থ বছরে রাজস্ব আদায়ের চিত্র নিম্নে প্রদান করা হ'লঃ

সারণি ১৪.৩ঃ বীমা কোম্পানি কর্তৃক রাজস্ব আদায়

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	রাজস্বের পরিমাণ	রাজস্ব বৃদ্ধির হার
২০০১-২০০২	১৮০.৪১	১৩.৪৮%
২০০২-২০০৩	২১৬.১৩	১৯.৭৯%
২০০৩-২০০৪	৩৫৯.৪৮	৬৬.৩৩%

উৎসঃ বীমা অধিদপ্তর, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

সাধারণ বীমা খাতে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ও ৪৩টি বেসরকারি বীমা কোম্পানি ২০০৩ সালে সম্মিলিতভাবে প্রিমিয়াম আয় করেছে ৫৯৪.৪৭ কোটি টাকা। ২০০২ সালে প্রিমিয়াম আয়ের পরিমাণ ছিল ৫৩৫.৩২ কোটি টাকা। অর্থাৎ গত বছরে সাধারণ বীমা প্রতিষ্ঠানের মোট প্রিমিয়াম আয় বেড়েছে ৫৯.১৫ কোটি টাকা। বিগত ৩ বছরে সাধারণ বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়ের পরিসংখ্যান নিম্নে প্রদান করা হ'লঃ

সারণি ১৪.৪ঃ সাধারণ বীমা থেকে প্রিমিয়াম আয়

(কোটি টাকায়)

মোট প্রিমিয়াম				সরকারি খাতের অংশ	বেসরকারি খাতের অংশ	প্রবৃদ্ধির হার		
	সরকারি খাত সাধারণ বীমা কর্পোরেশন	বেসরকারি খাতের বীমা কোম্পানীসমূহ	মোট			সরকারি খাত সাধারণ বীমা কর্পোরেশন	বেসরকারি খাতের বীমা কোম্পানীসমূহ	মোট
২০০১	৭৬.০০	৪২২.৯২	৪১৮.৯২	১৫.২৩%	৮৪.৭৭%	২৩.০৯%	১৫.৯৭%	১৭.০১%
২০০২	৮১.৮৬	৪৫৩.৪৬	৫৩৫.৩২	১৫.২৯%	৮৪.৭১%	৭.৭১%	৭.২২%	৭.৩০%
২০০৩	৭৬.৬৬	৫১৭.৮১	৫৯৪.৪৭	১২.৯০%	৮৭.১০%	(-) ৬.৩৫%	১৪.১৯%	১১.০৫%

উৎসঃ বীমা অধিদপ্তর, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়।

এছাড়া অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ২৮টি লিজিং কোম্পানির প্রতিষ্ঠা এবং সফল পরিচালনাও ব্যক্তিখাতে আরো একটি নবতর উদ্ভাবন হিসেবে চিহ্নিত হচ্ছে।

শিক্ষা খাত

শিক্ষা মানব উন্নয়নের অন্যতম চালিকা শক্তি। এজন্য বর্তমান সরকার **'সবার জন্য শিক্ষা'** নিশ্চিতকরণ ও মানব সম্পদ উন্নয়নে MDG এবং PRSP -এর আলোকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কারিগরি, মাদ্রাসা ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি সুযোগ-সুবিধাদি সম্প্রসারণ এবং শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে ব্যাপক সহায়তা প্রদান করে আসছে।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে উচ্চ শিক্ষা তথা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির চাহিদা প্রায় পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মোকাবেলার লক্ষ্যে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি সরকার বেসরকারি খাতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে **'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২'** পাশ করে। এ উদ্যোগের ফলে দেশে এপর্যন্ত ৫৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। অপরদিকে ৪টি বিআইটিকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার ফলে সরকারি খাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২১টি-তে। বেসরকারি বিশ্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে **'বেসরকারি বিশ্ব বিদ্যালয় আইন ২০০৫'** প্রণয়ন করা হয়েছে।

রাজস্ব বাজেটের উপর চাপ লাঘবের এবং শিক্ষায় বিদেশ নির্ভরতা হ্রাসের লক্ষ্যে সরকার শিক্ষাখাতে বেসরকারিকরণকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করছে। এ উদ্যোগের ফলে দেশে বেসরকারিখাতে বহুসংখ্যক স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সারণি ১৪.৫ এবং লেখচিত্র ১৪.২-এ ১৯৯৬ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত সরকারিখাতের পাশাপাশি বেসরকারিখাতের অংশ গ্রহণ দেখানো হল।

রেজিষ্ট্রার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক/শিক্ষিকাকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বেতন স্কেলের প্রারম্ভিক মূল বেতনের সর্বোচ্চ ৯০% সরকারি অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। কমিউনিটি বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণকে মাসিক ৭৫০ টাকা হারে সরকারি অনুদান প্রদান করা হচ্ছে।

নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে নারীদের ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রী উপবৃত্তি প্রদান, বই ক্রয়ের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান ও পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য পরীক্ষার ফি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের বেতন মওকুফ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সাধারণ মেধাবৃত্তি এবং বৃত্তিমুলক কারিগরি শিক্ষা বৃত্তির পরিমাণ ও সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

সারণি ১৪.৫: সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা

বছর	সরকারি	বেসরকারি
১৯৯৬	৩৭৭১০	২৫০৫৮
১৯৯৭	৩৯৭১০	২৪৯৬৩
১৯৯৮	৩৭৭০৯	২৫৮২৪
১৯৯৯	৩৭৭০৯	২৫২৯২
২০০০	৩৭৬৭৭	২৪৬৪৯
২০০১	৩৭৬৭১	২৪৬৬৭
২০০২	৩৭৬৭১	২৪৪৪৫
২০০৩	৩৭৬৭১	২৪৩৫৮
২০০৪*	৩৭৬৭১	২৪৭০৬

* সাময়িক

উৎসঃ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

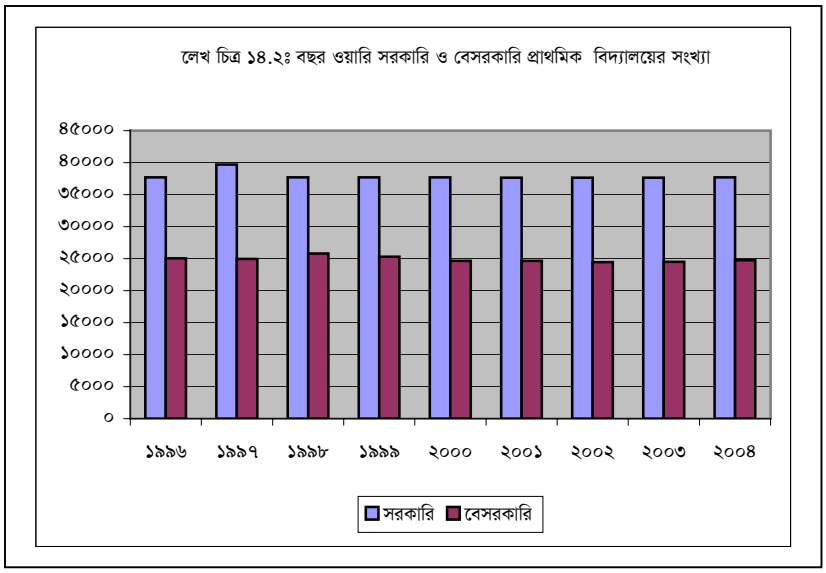

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে মোট শিক্ষার্থীর মাত্র ২-৩% ছাত্র-ছাত্রী কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষায় অধ্যয়ন করে। আগামী ১৫ বছরে এ হার ২৫% এ উন্নীত করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এ কর্মসূচির অংশ হিসেবে দেশে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার প্রসারের জন্য মাদ্রাসাসহ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভোকেশনাল কোর্স চালুকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এসএসসি (ভোকেশনাল) কোর্স প্রবর্তন-শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্বাচিত ৫০০টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইতোমধ্যে এসএসসি (ভোকেশনাল) কোর্স চালু করা হয়েছে এবং কম্পিউটার সরবরাহসহ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সুবিধাদি প্রদান করা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষায় ছাত্র ভর্তির হার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যমান কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ডবল শিফট চালু করা হয়েছে।

সরকার দেশে বিদ্যমান স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাসহ প্রায় ২৮,১১৫টি প্রাথমিকোত্তর বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৪,৭৪,৫৬৩ জন শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন সহায়তা বাবদ বছরে প্রায় ২০০০.০০ কোটি টাকা ব্যয় করে থাকে। এ ব্যয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মোট রাজস্ব বাজেট বরাদ্দের প্রায় ৭৯%। উল্লেখ্য, ২০০৪-২০০৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের আর্থিক সহায়তা বাবদ ১৯৮৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

সমগ্র বাংলাদেশে বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল সংখ্যা বর্তমানে ১৬,১৫১টি। এ সকল স্কুলে শিক্ষক ও কর্মচারীর সংখ্যা যথাক্রমে ১,৮৩,৯০৬ এবং ৫৭,৩৭৪ জন। সরকার এদেরকে তাদের মূল বেতনের শতকরা ৯০ ভাগ, চিকিৎসা ভাতা এবং বাড়ী ভাড়া ভাতা প্রদান করে আসছে এবং এ খাতে প্রতি বছর প্রায় ১০১৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়। বেসরকারি মাদ্রাসা শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতনের বিপরীতেও একই হারে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এতে বছরে প্রায় ৫৬৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়।

সমগ্র বাংলাদেশে বেসরকারি কলেজের সংখ্যা বর্তমানে ২,৮০৩টি। এ সকল কলেজে শিক্ষক ও কর্মচারীর সংখ্যা যথাক্রমে ৬২,৮৪২ এবং ২২,৬২১ জন। এ সব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা, চিকিৎসা ভাতা এবং বাড়ীভাড়া ভাতা বাবদ প্রতি বছর প্রায় ৪৮২.০০ কোটি টাকা ব্যয় হয়। প্রতিষ্ঠানসমূহের এম.পি.ও.ভুক্তি performance-based করা হয়েছে। দেশে ৫৩টি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ রয়েছে যার মধ্যে ৪২টি বেসরকারি। এ সকল প্রতিষ্ঠানে বছরে প্রায় ১৪০০০ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

স্বাস্থ্য খাত

চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমে বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বেসরকারি খাতকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিক ও সংস্থাকে রাজস্ব বাজেট হতে অনুদান প্রদান করছে। মেডিকেল শিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠাকে সরকার উৎসাহিত করছে। বর্তমানে দেশে রেজিস্ট্রিকৃত ২৪টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ এবং ৭টি ডেন্টাল কলেজ এবং ১৬৫৯৫টি শয্যাসহ ১০৫৫টি বেসরকারি হাসপাতাল ও ১৩১১টি ক্লিনিক রয়েছে। এর পাশাপাশি বহু উন্নতমানের ডায়াগনস্টিক সেন্টার, হার্ট ফাউন্ডেশন, ক্যান্সার হাসপাতাল এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এনজিওদের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাতের এইচআইভি/এইডস কার্যক্রম পরিকল্পনায় এনজিওসমূহ উল্লেখযোগ্যভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে। এনজিওদের মাধ্যমে জাতীয় পুষ্টি প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা এসব প্রতিষ্ঠান সম্পৃক্ত করার দৃষ্টান্ত। ইউনিয়ন পর্যায়ে পরীক্ষামূলকভাবে পরিচালিত ৩০টি কমিউনিটি ক্লিনিকেও এনজিও সম্পৃক্ততা এবং তাদের ব্যবস্থাপনায় ক্লিনিকগুলো পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া ১০০টি ইউনিয়নের ৩৫০টি কমিউনিটি ক্লিনিকেও এনজিও ব্যবস্থাপনা বিদ্যমান এবং এসব ক্লিনিকে তাদের ব্যবস্থাপনায়ই অত্যাবশ্যকীয় সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

কৃষি খাত

কৃষিনীতির ক্ষেত্রে সাধিত ব্যাপক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে কৃষি ক্ষেত্রে ব্যক্তিখাতকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। কৃষি খাতে সেচ ব্যবস্থার বেসরকারিকরণ একটি সফল উদ্যোগ। এ উদ্যোগের ফলে সেচ সম্প্রসারণের গতি দ্রুততর হয়। সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বেসরকারিকরণের লক্ষ্যে ১৯৮০ দশকে শেষভাগে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নের নীতিমালায় ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়। এর

মধ্যে কৃষিখাতে ক্ষুদ্র সেচযন্ত্র অনেক কৃষকের নাগালে চলে আসে। বর্তমানে সেচ ব্যবস্থা পুরোপুরি ব্যক্তিগতখাতে পরিচালিত হচ্ছে।

কৃষি ব্যবস্থায় উচ্চ ফলনশীল (উফশী) জাতের উন্নতমানের বীজের সীমিত ব্যবহার ও এ জাতের ক্ষয়িষ্ণুতা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির একটি প্রধান অন্তরায়। এ বাধাকে অতিক্রমণের লক্ষ্যে বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণে ব্যক্তিখাতকে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি গুরুত্ব পাচ্ছে। বর্তমানে গবেষণা, উন্নয়ন ও ভিত্তি বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যে ব্যক্তিখাতে উন্নত ধরণের germplasm আমদানির ব্যবস্থা আছে। ধান, গম ইক্ষু, আলু এবং পাট ব্যতীত সকল প্রকার ফসলের বীজ আমদানি ও বিক্রয় বেসরকরিখাতের জন্য উম্মুক্ত রাখা হয়েছে। কতিপয় নিয়মনীতির মাধ্যমে বেসরকারি পর্যায়ে হাইব্রীড ধানের বীজ আমদানির অনুমতিও দেয়া হয়েছে। তাছাড়া গবেষণা সংস্থা থেকে ব্রিডার সীড সংগ্রহ করে ভিত্তি বীজ ও অন্যান্য বীজ উৎপাদন ও বিতরণের অনুমতিও বেসরকারি খাতকে দেয়া হয়েছে।

রাসায়নিক সার একটি গুরুত্বপূর্ণ কৃষি উপকরণ। ১৯৭৯ সালে পরীক্ষামূলকভাবে একটি বিভাগে এবং ১৯৮০ সাল থেকে সারা বাংলাদেশে সারের বিতরণ ব্যবস্থা বেসরকারি খাতে সম্প্রসারণ করা হয়। পাইকারী ব্যবসাকে উৎসাহিত করার জন্য সার কারখানা, বন্দর (আমদানিকৃত সারের জন্য) থেকে সরাসরি সার উত্তোলন করে দেশের যে কোন স্থানে বিক্রয়ের অনুমতি ব্যবসায়ীদের দেয়া হয়েছে। বর্তমানে ব্যক্তিখাতে তাদের নেট-ওয়ার্কের মাধ্যমে বাজার নিয়ন্ত্রিত দামে সারের আমদানি ও বিতরণ প্রক্রিয়া চালু রয়েছে।

নীতি সংস্কার ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের ফলে কৃষিখাতে কৃষি উপকরণ এবং কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণে বেসরকারিখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমান নীতি কাঠামোতে সরকারের ভূমিকা মূলত কৃষিখাতের প্রবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় কতিপয় সেবা/দ্রব্য সরবরাহের মধ্যে সীমাবদ্ধ; যেমন-গবেষণা, সম্প্রসারণ, বৃহদায়তন সেচ, ভূমি সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা, বাজার সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ ইত্যাদি। কৃষিখাতে বেসরকরিকরণের উপযোগী নীতি ও পরিবেশ বিরাজমান থাকায় এ ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ কার্যক্রম দ্রুত বাস্তবায়িত হচ্ছে।

মাছ উৎপাদন কারখানা-বেসরকারিখাতে নব উদ্যোগ

সরকারের পরামর্শ, ঋণ, ইক্যুইটি অংশীদারিত্ব ও সক্রিয় সহযোগিতায় চলতি অর্থ বছরে প্রিমিয়াম সিডস লিঃ নামক একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক মানের **প্রিমিয়াম এ্যাবটোর** মাংস উৎপাদন কারখানা চালু করেছে। এর উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক ২৫ মেট্রিক টন। এ খাতে উল্লেখযোগ্য কর্মসংস্থান, আয় এবং বৈদেশিক অর্জন সম্ভব হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

পানি সম্পদ

বাংলাদেশে পানি সম্পদের ভবিষ্যত ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা এবং সেবা প্রদানে বেসরকারি খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়। পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সুবিধাভোগী সরকারি ও বেসরকারি খাত, গোষ্ঠী ও ব্যক্তির সম্পৃক্ততা প্রয়োজন। বেসরকারি খাতের সংশ্লিষ্ট ভূমিকা সম্পর্কে জাতীয় পানি নীতিতে যে সকল বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা হল-

- পৌর প্রকল্প ছাড়া সরকারি পানি প্রকল্পের ক্ষেত্রে, ৫০০০ হেক্টরের বেশি কমান্ড এরিয়া সম্বলিত প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা পর্যায়ক্রমে ইজারা, রেয়াত অথবা ব্যবস্থাপনা চুক্তির মাধ্যমে বেসরকারি খাতে হস্তান্তর করা হবে। তবে তা অবশ্যই উম্মুক্ত প্রতিযোগিতামূলক ডাক/টেন্ডার পদ্ধতির আওতায় করা হবে।
- প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ যতদূর সম্ভব বেসরকারি পন্থায়, যেমন ইজারা ও অন্য আর্থিক ব্যবস্থায়, আদায় করা হবে। উপকারভোগী ও অন্য উদ্দিষ্ট গোষ্ঠীকে ঐ ধরণের ইজারার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
- বেসরকারি বিনিয়োগ আকর্ষণের জন্য সরকার বেসরকারি এবং এলাকাভিত্তিক কোন সংস্থাকে ভূ-উপরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির অধিকার অর্পণ করতে পারে।
- বিভিন্ন সময়ে সরকারের নির্ধারিত বিধি-বিধান সাপেক্ষে সরকারি ও বেসরকারি খাতে সেচের জন্য ভূ-গর্ভস্থ পানির ভবিষ্যৎ উন্নয়নকে উৎসাহিত করা।

বস্ত্র খাত

বস্ত্র খাতের সিংহভাগ শিল্প কারখানাই ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত হচ্ছে। দেশে বর্তমানে কটন স্পিনিং মিলের সংখ্যা ২২০টি, তন্মধ্যে বেসরকারিখাতে ১৯৫টি মিল রয়েছে। সরকারি খাতে (বিটিএমসি) মাত্র ২৫টি পুরাতন স্পিনিং মিল রয়েছে। তন্মধ্যে বেশ কয়েকটি শিল্প ইউনিট সার্ভিস চার্জে পরিচালিত হচ্ছে।

২০০২-০৩ অর্থ বছরে বিটিএমসি'র বন্ধকৃত ৮টি মিলের জনবল স্বেচ্ছাবসরের মাধ্যমে বিদায় করার কর্মসূচি নেয়া হয়েছিল। এ সময়ে ৮টি মিলের মধ্যে ৪টি মিলের জনবলের পাওনা ২০০৩-০৪ সালের মধ্যে পরিশোধ করা হয়েছে। ৪টি মিলের অবশিষ্ট ২৫% বাবদ প্রায় ১১০ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। ২০০৩ সালে প্রাইভেটিজেশন কমিশনের তালিকা থেকে ৭টি মিল প্রত্যাহার করে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়কে বেসরকারিকরণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও ২০০৩-০৪ অর্থবছরে বিটিএমসি'র ৩টি মিল এবং সাবেক মালিকদের নিকট হস্তান্তরিত ১টি অবসায়ন করে লিকুইডেশন সেলে ন্যস্ত করা হয়েছে।

শিল্প সংস্কারের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের নিম্নোক্ত ৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন কর্তৃক ব্যক্তি মালিকানায়ন্যস্ত করণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

সারণি ১৪.৬ঃ ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তরের জন্য নির্ধারিত বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের শিল্প কারখানা

ক্রমিক নং	ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তরের জন্য নির্ধারিত বাতাঁবোর শিল্প কারখানার নাম ও অবস্থান	বর্তমান অবস্থা
১.	সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার, বেলকুচি	ব্যক্তি মালিকানায় ন্যস্ত হয়েছে
২.	সার্ভিসেস এন্ড ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার, বানছারামপুর	বিক্রয়ের জন্য প্রাইভেটাইজেশন কমিশন কর্তৃক প্রক্রিয়াধীন আছে।
৩.	টেক্সটাইল ফ্যাসিলিটিজ সেন্টার, চৌমুহনী	বিক্রয়ের জন্য প্রাইভেটাইজেশন কমিশন কর্তৃক প্রক্রিয়াধীন আছে।

উৎসঃ পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়

পাট

বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশন (বিজেএসএ)'র অধীনে ব্যক্তি মালিকানাধীন বর্তমানে ৪৯টি জুট স্পিনিং মিলস্ রয়েছে। এ সকল মিল মোটা, মাঝারী ও উন্নতমানের জুট ইয়ার্ণ ও টোয়াইন উৎপাদন করে থাকে। ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে জুট স্পিনিং মিলসমূহ ২৩০,০০০ মেট্রিক টন জুট ইয়ার্ণ ও টোয়াইন উৎপাদন করেছে তম্মেধ্যে ১৯৭,০০০ মেট্রিক টন সুতা বিদেশে রপ্তানি করা হয়েছে। বিদেশে রপ্তানিকৃত জুট ইয়ার্ন ও টোয়াইনের মূল্য ছিল ৬১৯২ মিলিয়ন টাকা। ২০০৪-০৫ অর্থ বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত জুট স্পিনিং মিলে মোট ১৭৫,০০০ মেট্রিক টন জুট ইয়ার্ণ ও টোয়াইন উৎপাদিত হয়েছে, যার মধ্যে ১৩১,০০০ মেট্রিক টন বিদেশে রপ্তানি হয়েছে এবং রপ্তানিকৃত সূতার মুল্য ছিল ৪১১০.৭ মিলিয়ন টাকা।

উচ্চ মূল্য সংযোজিত বহুমুখী পাটপণ্য সামগ্রী উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেসরকারি শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে শিল্প স্থাপনের জন্য আর্থিক অনুদানসহ প্রযুক্তিগত ও বিভিন্ন সেবামূলক সুবিধাদি প্রদানের লক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের অধীনে জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্রম মার্চ ২০০২ সাল থেকে শুরু করা হয়েছে। এ পর্যন্ত জেডিপিসির মাধ্যমে প্রায় ২০০ জন শিল্প উদ্যোক্তা বহুমুখী পাট পণ্য সামগ্রী উৎপাদনের জন্য এগিয়ে এসেছে। তাঁদের মধ্যে ৭০ জনকে জেডিপিসি লুম-বেইজড, ওয়েট-প্রসেসিং, ডিজাইন ও প্রডাক্ট ডেভেলপমেন্ট ও এন্ট্রাপ্রেনারশীপ বিষয়ে ১৫ দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ইতোমধ্যে জেডিপিসির সহযোগিতায় ২টি শিল্প পূর্ণাঙ্গ এবং আরো ৫টি শিল্প আংশিক উৎপাদন শুরু করেছে। এ সব শিল্প স্থাপনে বিনিয়োগ হবে প্রায় ৪৮০ মিলিয়ন টাকা। এছাড়া বিভিন্ন ব্যাংকে অর্থায়নের জন্য আরো ৮টি শিল্প বিবেচনাধীন আছে যার বিনিয়োগ হবে প্রায় ১৭৭০ মিলিয়ন টাকা। এতদ্ব্যতীত প্রায় ৪০টি প্রকল্প প্রস্তাব জেডিপিসির বিবেচনাধীন রয়েছে। এ পর্যন্ত উচ্চমূল্য সংযোজিত পাট পণ্য উৎপাদনকারী ১২০টি ক্ষুদ্র, কুটির, মাইক্রো এবং এনজিও প্রতিষ্ঠান জেডিপিসির সাথে তালিকাভুক্ত হয়েছে।